দুটি উপন্যাস বিষয়ে সামান্য দু-চার কথা

জয় গোস্বামী

'অদামৃতকথা' ও 'দ্যূতক্রীড়ক' নামক ব্রাত্য বসুর লেখা দুটি উপন্যাস পড়েছি সম্প্রতি। কথাসাহিত্য বিষয়ে প্রায় কখনও গদ্য লিখিনি বলা যায়। তাই এই উপন্যাস দুটির সাহিত্যিক উচ্চতার বিশ্লেষণ করার দুঃসাহস দেখাচ্ছি না। তবে দুটি কথা স্বীকার করা দরকার। এই উপন্যাসদ্বয় পড়তে-পড়তে আমি যেমন বাংলা থিয়েটারের আদি ইতিহাস অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে জানতে পেরেছি তেমনই রঙ্গালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান অনেক নটনটীর অন্তর্জগতের কাহিনি অনুভব করতে পেরেছি। আমার অত্যল্প পড়াশোনায়, আমি অত্যন্ত মহৎ নাটককার ও অভিনেতা গিরিশ ঘোষের জীবন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তাঁর সৃষ্টির পশ্চাদপটে কী কী বাস্তবঘটনার প্রক্ষেপণ রয়েছে, সে-কথা এত স্পষ্ট করে আগে কখনও জানতে পারিনি। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ও অমৃতলাল বসুর পারস্পারিক সম্পর্ক যেভাবে 'অদামৃতকথা'-য় উদঘাটিত হয়েছে তা কেবল নাট্যপ্রেমী নয় সকল সাহিত্যপ্রেমীর কাছেই অবশ্য পঠনীয় একটি শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক তথ্য ও নিখুঁত বাস্তবতার পাশাপাশি কোথাও কোথাও স্যুররিয়ালিজমের অভাবনীয় প্রয়োগ বিস্ময়কর!

'দ্যূতক্রীড়ক' উপন্যাসে মহানট শিশিরকুমার ভাদুড়ির জীবন, উচ্চাশা, থিয়েটারের প্রতি প্রায় জুয়াড়ির মত তীব্র প্যাশান ও আত্মাভিমান বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের যে অতুলনীয় রচনা দক্ষতায় — তা পূর্বে শিশিরকুমার বিষয়ক কোনও উপন্যাসে প্রস্ফুটিত হয়নি। এর কারণ একটিই। ব্রাত্য বসু এখনকার ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ নাটককার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। সেই সঙ্গে নির্দেশক ও অভিনেতা হিসেবে তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব অনস্বীকার্যরূপে গৃহীত হয়েছে দর্শক সাধারণ ও সমালোচকগণের কাছে। সেই কারণেই, অতীত যুগের প্রধান সব অভিনেতা, নির্দেশক, নাটককার এঁদের অন্তর্মনকে একজন থিয়েটার-প্রতিভা হিসেবে ব্রাত্য বসু উপলব্ধি করেছেন। সেই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে বহুস্তর সমন্বিত বেগবান ভাষায় এবং উপন্যাসের নিখুঁত বুননে। ব্রাত্য বসু, এই মুহূর্তের ভারতবর্ষে, যতগুলি শাখায় নিজের জ্যোতির্ময় উপস্থিতি রেখে চলেছেন সমকালে আর কোন শিল্পব্যক্তিত্ব এই কাজ করতে পারছেন না। সেই কারণেই, ব্রাত্য, তাঁর উপন্যাস দুটির মধ্যেও, নিজের চর্চা করা সবগুলি শিল্পের নির্যাস ঢেলে দিতে পেরেছেন। তাই এই উপন্যাস দুটি সাহিত্যিক উত্তরণের এমন অসামান্য মাত্রা স্পর্শ করতে পেরেছে।

আমি সমালোচক নই। শিল্পের এক সামান্য উপভোগকারী মাত্র। থিয়েটার বিষয়ে, তথা শিশিরকুমারের শেষ জীবনের পরিণতি বিষয়ে ব্রাত্য বসুর পরবর্তী উপন্যাস আমাদের কী জানায় তার জন্য সাগ্রহ-শ্রদ্ধায় উদগ্রীব অপেক্ষা নিয়ে আছি।

পুনশ্চ :

'দ্যূতক্রীড়ক' উপন্যাসে শিশিরকুমার-রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা এসেছে। স্বদেশে অর্থাৎ কলকাতায় বসবাসের সময় আকণ্ঠ রবীন্দ্র অনুরাগী শিশিরকুমার প্রশ্রয় পাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের। সেই প্রশ্রয়-প্রাপ্তির ফল হিসেবে নিজেকে 'ধন্য' বলে বোধ করছেন শিশিরকুমার তেমন ইঙ্গিতও উপন্যাসে পাওয়া যায়। এরপরে এসে পড়ল শিশিরকুমারের কাছে আমেরিকায় গিয়ে নিজনাট্য পরিবেশনের সুযোগ। নিজের মনের মতো কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রী বেছে নিয়ে আমেরিকা পাড়ি দিলেন শিশিরকুমার। সেই সময়ে, আমেরিকায় রয়েছেন রবীন্দ্রনাথও।

এইখানেই শুরু হল উপন্যাসের মধ্যে এক 'অলিখিত' 'সংশয়নাট্য', রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। সেই 'সংশয়নাট্য, এই ঔপন্যাসিক, ব্রাত্য বসু, কীভাবে অতুলনীয় এক ভারসাম্য-বোধ দ্বারা চালিত করেছেন উপন্যাসের শরীরে — সে-বিষয়ে একটি তুলনা ব্যবহার করার লোভ সামলাতে পারছি না। তুলনাটি কী প্রকার?

গ্রামে-গঞ্জে, বিভিন্ন মেলায়, আমাদের মতো প্রবীণরা অনেকেই হয়ত ছোটখাট সার্কাস-জাতীয় একটি খেলা দেখেছি। বাংলা ও হিন্দি ফিল্মেও কোনও কোনও দৃশ্যে এইরকম ভারসাম্যের খেলা দেখা গেছে। খেলাটি এইরকম : দু-ধারে দুটি শক্ত বাঁশের খুঁটি পোঁতা রয়েছে। দুটি বাঁশ পরস্পরের থেকে বেশ অনেকটা দূরে দণ্ডায়মান। বাঁশদুটির মাঝখানে টাঙানো রয়েছে একটি দড়ি। খেলাটির মূল আকর্ষণ হল একটি বালিকা দু-দিকে দু-হাত ভাসিয়ে, দড়ির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে যাবে। তার প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সন্তর্পণ ও সাবধানী। কেননা সে যদি ব্যালান্স হারিয়ে দড়ি থেকে পড়ে যায়, তাহলেই খেলা পণ্ড হয়ে গেল। সকলেই বুঝতে পারছেন কী পরিমাণ মনঃসংযোগ এবং ভারসাম্য রক্ষা করার ট্রেনিং থাকলে তবে অমনভাবে সরু একটি দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছনো যায়।

ব্রাত্য বসু, আমেরিকায় অবস্থানরত রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমারের সম্পর্কের 'সংশয়নাট্য' তেমনই অসামান্য নৈপুণ্যে প্রকাশ করেছেন — আমরা বুঝতে পারি, পাঠক হিসেবে, যে, কতদূর অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন এই ঔপন্যাসিক ওই 'সংশয়নাট্য'-কে প্রায়-অলিখিত অবস্থায় ছেড়ে রেখে অথচ তার পূর্ণ অর্থ নিষ্কাশন করার দক্ষতার মধ্য দিয়ে। এই লেখা যে ব্রাত্য বসুর মাত্রই দ্বিতীয় উপন্যাস সে-কথা মনে রাখলে বাঙালির অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় 'রবীন্দ্রনাথ'কে নিয়ে এমন সূক্ষ্ম 'ট্রিটমেন্ট' অন্য কোনও উপন্যাসিকের হাতে যে আসেনি সে-কথা দৃঢ় বিস্ময়মূলক প্রশংসার সঙ্গে নিশ্চিত করে বলা যায়।

জয় গোস্বামী : প্রখ্যাত কবি।